দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JUN 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়সীমা নিয়ে সংঘর্ষ : ছাত্রছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়সীমা বাড়ানো-কমানোকে কেন্দ্র করে দু'দল শিক্ষার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের পর বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল (শনিবার) রাত সাড়ে ৮টার মধ্যে আবাসিক হলের ছাত্রদের এবং আজ সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বুয়েটের গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হওয়ার কথা ছিল ২৬ জুন। এজন্য গতকাল বুয়েটে একটি নোটিশ টানানো হয়। কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার জন্য ২০০৭ সালের ব্যাচের একদল শিক্ষার্থী গতকাল থেকেই ছুটি ঘোষণার দাবি করে। তারা তাদের দাবি বাস্তবায়নের জন্য সকাল থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ভবন অবরোধ করে ক্লাশ বর্জন করে। এসময় তারা ক্লাশ করতে আসা শিক্ষার্থীদের ক্লাশ করতে বাধা প্রদান করে। অন্যদিকে ২০০৫ সালের শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়েই গ্রীষ্মকালীন ছুটি দাবি করে এবং ক্লাশ অব্যাহত রাখতে চায়। এ সময় ০৫ ব্যাচের কিছু শিক্ষার্থী ক্লাশ করতে গেলে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। এই ঘটনায় উভয় গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। থেমে থেমে উভয় গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে। তারা একপক্ষ অন্যপক্ষকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। এ সময় ০৬ ব্যাচের কিছু শিক্ষার্থী ০৭ ব্যাচের

পৃঃ ১২ ক ঃ ৭

বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাথে যোগ দিয়ে ০৫ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিতে চাইলে ক্যাম্পাসজুড়ে বিছিন্ন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

দুপুর থেকে শুরু হওয়া ঘটনা থেমে থেমে বিকেল অবধি চলতে থাকে। পরে বিকেলে বুয়েটের প্রো-ভিসি প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমান শিক্ষকদের নিয়ে ছাত্রদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। সমঝোতার সময়ও সংঘর্ষ বাধে। এ সময় দু'জন শিক্ষার্থী আহত হন। এ ঘটনার পরে ক্যাম্পাসে মহড়া-পাল্টা মহড়া অব্যাহত থাকে। ফলে ব্যর্থ হয়ে প্রো-ভিসি ডিন-প্রভোস্টদের নিয়ে জরুরি সভায় বসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে বিকালে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী অনেক শিক্ষার্থী জানিয়েছেন সংঘর্ষ ও মহড়ায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছাত্রলীগ কর্মী। তারা বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী।

এদিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণার পর ছাত্রদের গতকাল রাত ৮টার মধ্যে হল ত্যাগ করতে বলা হয়। ছাত্রীদের আজ সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বুয়েটে ৭টি ছাত্র হল ও একটি ছাত্রী হল রয়েছে। বন্ধ ঘোষণা করে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ার পর সন্ধ্যা থেকে শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগ করতে থাকে।

প্রো-ভিসি প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং রাতে বড় কোন সংঘর্ষ এড়াতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।